দৈনিক খবর

তারিখ 10 DEC 1992
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

১২

55

চেয়ারম্যানের লিখিত অভিযোগ ঃ

বিদ্যালয় উন্নয়নের নামে বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাৎ অব্যাহত

কুলাউড়া (মৌলভীবাজার), ৯ই ডিসেম্বর।– নিজস্ব সংবাদদাতা নারায়ণ দে সঙ্গু জানান, একের পর এক কৌশল চালিয়ে একটি স্বার্থান্বেষী মহল কর্তৃক বিভিন্ন বিদ্যালয় উন্নয়নের নামে বিপুল পরিমাণ সরকারী অর্থ আত্মসাৎ অব্যাহত রেখেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। কুলাউড়া থানার পৃথিমপাশা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নবাব আলী খান সম্প্রতি এক লিখিত অভিযোগে জানান যে, এই ইউনিয়নের বেশ কয়টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, বিদ্যালয় ঘর ভেঙ্গে পড়ায় খোলা আকাশের নীচে ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাস করছে, আসবারপত্রের অভাবে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে লেখাপড়া দারুণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যালয়গুলোর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে, একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনাধীন বাস্তবতার নিরিখে ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উক্ত বিদ্যালয়গুলো পুনঃনির্মাণ, সংস্কার ও আসবাবপত্র সরবারহ করে অত্র এলাকায় সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে পৃথিমপাশা ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থানা শিক্ষা বিভাগ ও থানা প্রশাসনসহ সরকারের বিভিন্ন মহলে বার বার আবেদন পেশ করা হয়। অথচ সে আবেদনের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে এমনকি ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃপক্ষের সাথে কোনরূপ যোগাযোগ বা পরামর্শ না করেই বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় অত্র এলাকায় বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ ও আসবাবপত্র সরবরাহের জন্য থানা প্রকৌশল বিভাগ কর্তৃক সম্প্রতি যে টেন্ডার আহবান করা হয়েছে তা প্রকৃত পক্ষে উন্নয়নের নামে সরকারী অর্থ আত্মসাতের একটি পাঁয়তারা বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে। একটি কুচক্রী মহলের প্ররোচনায় শিক্ষা বিভাগের যোগসাজশে একের পর এক এ ধরনের ঘটনা ঘটে চলেছে বলেও অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।

পৃথিমপাশা ইউপি চেয়ারম্যান নবাব আলী নকী খান জানান, অত্র এলাকায় একটি 'বিদ্যালয় ব্যবসায়ী' মহল বিভিন্ন কৌশলে লাখ লাখ টাকা উপার্জনে দীর্ঘদিন যাবত অত্যন্ত সক্রিয় রয়েছে।

প্রয়োজনীয় সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ছাড়াই বিভিন্ন নামে বিদ্যালয় বানিয়ে সরকারী অনুমোদন আদায় করে, নামে বেনামে শিক্ষক বেতন উত্তোলন, সরকারী টিচারস বেনিফিট আত্মসাৎ ও হাজার হাজার টাকার বিনিময়ে তাদের মনমত শিক্ষক নিয়োগ ইত্যাদি অপকর্ম চালিয়ে আসছে এবং একইভাবে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রকার উন্নয়নের নাম করে বিপুল পরিমাণ সরকারী অর্থ আত্মসাৎ করে আসছে। তাদের এ সকল অপকর্মে শিক্ষা বিভাগের বিভিন্ন দফতরে কর্মরত কতিপয় অসাধু কর্মকর্তার যোগসাজশ রয়েছে বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।

বাস্তবতার নিরিখে এলাকার বিদ্যালয়গুলোর উন্নয়ন এবং এ সকল অনিয়ম ও আত্মসাৎ রোধকল্পে পৃথিম পাশা ইউনিয়নের চেয়ারম্যানসহ এলাকার জনসাধারণ উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত অনুষ্ঠানের জোর দাবী জানিয়েছেন।